আদেশনং- ০৯
তারিখ-০৬/০৩/২৩

অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি হাজিরা দাখিল করেন।

নথি নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

দাখিলী দরখাস্ত বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য শ্রবণ করলাম। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, ১ নং প্রতিপক্ষের লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

বাদী পক্ষের মামলার মূল বক্তব্য হলো, নালিশী আর এস ১৩০৩ ও ১৩০৫ দাগে ৭৪ শতক ভূমি রুপজান বিবির ছিল। রুপজান বিবি উক্ত ভূমি থেকে ৬০ শতক ভূমি আবদুল আজিজের নিকট এবং আবদুল আজিজ উহা সিদ্দিক আহম্মদ বরাবর বিক্রি করেন। রুপজান বিবি অবশিস্ট ১০ শতক ছিদ্দিক আহমদের স্ত্রী লায়লা খাতুন এর নিকট বিক্রি করেন। উভয়ে নামে বি এস ৪২৬ ও ৭১৪ নং খতিয়ান হয়। ছিদ্দিক আহমদ মরনে ১ স্ত্রী লায়লা খাতুন, ৮ পুত্র ফজর আহমদ, ১/২ নং বাদী, ১-৫ নং বিবাদী ও ৩ কন্যা ৬-৮ নং বিবাদী ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। সেমতে স্ত্রী ৭.৪৯ শতক প্রত্যেক পুত্র ৫.৫২ শতক এবং কন্যা ২.৭৫ শতক প্রাপ্ত হয়। লায়লা খাতুন তাহার খরিদা ও মৌরশী হতে প্রাপ্ত ১০ শতক ভূমি ২০/১০/২০১৬ তারিখে হেবামূলে ১/২ নং বাদী বরাবর হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ২ নং বিবাদী ২ শতক এবং ৬ নং বিবাদী ৫ শতক এবং ৭ নং বিবাদী ০.৬৮ শতক ভূমি ১ নং বাদী বরাবর বিভিন্ন তারিখে হস্তান্তর করেন। ৮ নং বিবাদী তার সম্পত্তি ১ নং বাদীকে হেবা করেন। ৯-১৪ নং বিবাদীর পূববর্তী ফজল আহমদ ২ শতক ভূমি ১ নং বাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। লায়লা খাতুন মরনে তার পুত্র কন্যাগণ তৎ স্বত্ব লাভ করেন। এভাবে ১ নং বাদী ওয়ারীশ, হেবা ও খরিদসূত্রে ১২.০৯ শতক এবং ২ নং বাদী ১৭.৬৭ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। বর্তমানে ১/২ নং বাদী নালিশী বি এস ১৭৭৪ দাগের বাড়ি ভিটিতে ৯ শতক এবং জলে পাড়ে পুকুরে ৯.৭৫ শতকে এজমালিতে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। বি এস ১৭৭৪ দাগে ‘১০ শতক এবং ১৭৭৩ দাগে ১৭.৬৭ শতকে ১/২ নং বাদীর নামে বি এস ২৮৪৬ নং খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। এভাবে তফসিলোক্ত সম্পত্তির বাদীগণ ধারাবাহিকভাবে করাদি আদায়ে ভোগদখলে আছেন। ১ নং বিবাদী বিক্রিবাদ ০.৬৭ শতক সম্পত্তি অবশিষ্ট রহিয়াছে। উক্ত ১ নং বিবাদী বাদীগনের সম্পত্তি গ্রাস করার কুমানসে বাদীগনের নালিশী ভূমিতে জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করিয়া বাদীগণকে বেদখলের হুমকি প্রদর্শন করেছে এবং সেখানে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করিয়াছে । তজ্জন্যে অন্যন্যপায় হয়ে বাদীপক্ষ মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেন।

অপর দিকে ১ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীপক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে, অত্র বিবাদীর পূর্ববর্তী ছিদ্দিক আহমদ ১৯৭২ সনে কবলা মুলে ৭৩ শতক এবং ১৯৭০ সনে কবলামুলে ৯ শতক এবং ১৯৮৬ সনে ৮ শতক ভূমি খরিদসূত্রে মালিক হন। পরবর্তীতে তার নামে বি এস খতিয়ান হয়। ছিদ্দিক আহমদের স্ত্রী লায়লা খাতুন ১৯৭০ সনে ২০ শতক এবং ১৯৮৪ সনে ২ শতক ভূমি খরিদসূত্রে মালিক হন। তাহার নামেও বি এস খতিয়ান হয়। অত্র মামলার বাদী ও বিবাদীগণ উক্ত ছিদ্দিক আহম্মদ ও লায়লা খাতুনের ওয়ারীশ হন। বিবাদীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো অত্র বাদী ও বিবাদীগনের মাতা ২০১৬ সনে তাহার সমুদয় অত্র বাদীগণ বরাবর দান করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বাদী ও বিবাদীগণ উল্লেখিত হেবাদলিল দাতার ওয়ারীশ হন এবং তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে বাদী ও বিবাদীগণ উভয়পক্ষ এজমালিতে খাসে ভোগদখলে আছেন। মৌরশী সূত্রে উভয়পক্ষই তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে মালিক ও স্বত্ববান হন। বাদীপক্ষ প্রতারণার আশ্রয়ে অন্য শরীকদের বঞ্চিত করে মাতা থেকে উক্ত দানপত্র কবলা হাসিল করিয়াছে। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকূলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উভয়পক্ষের বক্তব্য, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত , আপত্তি , দাখিলী কাগজাদি সহ সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম। দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী-বাদীপক্ষ ১ নং তফসিল বর্নিত আর এস ১৩০৩ দাগ তৎসামিল বি এস ৪২৬ খতিয়ানে ২৮ শতক আন্দরে ১৮.৭৫ শতক এবং আর এস ১৩০৫ দাগে ৩৫ শতক আন্দরে ১৭.৬৭ শতক ভূমির মালিকানা দাবি করিয়া বিবাদীদের বিরুদ্ধে বিভাগের প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়র করেছেন। তন্মধ্যে বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ১৩০৩ দাগে বাড়ি ভিটির ৯ শতক ভূমিতে নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেন। ইহা স্বীকৃত যে নালিশী সম্পত্তির হস্তান্তর পরম্পরায় সর্বশেষ মালিক হয় বাদী ও বিবাদীর পূর্ববর্তী তাদের পিতা ছিদ্দিক আহম্মদ ও মাতা লায়লা খাতুন। ১ নং বাদী পিতার ওয়ারীশ সূত্রে , মাতা হতে হেবা সূত্রে ও খরিদসূত্রে ১২.০৯ শতক এবং ২ নং বাদী একইভাবে ১৭.৬৭ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন মর্মে দাবি করেছেন। উভয়ে নালিশী আর এস ১৩০৩ তৎসামিল বি এস ১৭৭৪ দাগে ১০ শতক ভূমি হেবা সূত্রে প্রাপ্তির দাবি করেন। বিগত ২০/১০/২০১৬ ইং তারিখের হেবানামা দলিলের ফটোকপি ও দাখিলী অন্যান্য দলিলাদি পর্যালোচনায় বাদীপক্ষের এরুপ দাবির সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। বাদীগনের নামীয় নামজারি ২৮৪৬ নং খতিয়ান দৃষ্টে বি এস ১৭৭৪ দাগে ১০ শতক ও বি এস ১৭৭৩ দাগে ১৭.৬১ শতক ভূমিতে তাদের দখল বিষয়ে ইতিবাচক ধারনা আসে। বাদীগনের দাবিকৃত কথিত হেবাদলিল বাতিলের নিমিত্তে দায়েরকৃত অপর ২২৭/২০২০ নং মোকদ্দমা বিচারাধীন রয়েছে। উক্ত মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত হেবাকৃত সম্পত্তিতে

বাদীগনের স্বত্ব স্বার্থ অটুট আছে মর্মে গন্য হইবে। ইহা সত্য যে বাদী ও বিবাদীর মধ্যে ইতিপূর্বে পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে আপোষ চিহ্নিতমতে কোন লিখিত বন্টননামা হয়নি। উভয়পক্ষ এজামলিতে ভোগদখলকার ছিলেন। বিবাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি উভয়পক্ষের এজমালি সম্পত্তি দাবি করেছেন। অপরদিকে বাদীপক্ষ ১ নং বিবাদী বিক্রিবাদ মাত্র ০.৬৭ শতক ভূমি প্রাপক হবেন মর্মে দাবি করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাদীপক্ষের দাবি অনুসারে বাদীপক্ষ তাদের খরিদা ও হেবামূলে সম্পত্তি পাওয়া ছাড়াও ছিদ্দিক আহমদ ও লায়লা খাতুনের ওয়ারীশ হিসাবে সম্পত্তি পেয়েছেন। বিবাদীপক্ষও ওয়ারীশসূত্রে সম্পত্তি পেয়েছেন। নূন্যতম ০.৬৭ শতক যে পাবেন তা বাদীপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত। স্বীকৃতমতে তাদের মধ্যে আপোষ চিহ্নিতমতে কোন ভাগ বাটোয়ারা হয়নি। ১ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে নালিশী সম্পত্তিতে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার অভিযোগ আনা হয়েছে যা নথিতে সামিল থাকা স্থানীয় অনুসন্ধান প্রতিবেদন দ্বারা সমর্থিত।

It is well settled principle that untill partition is effected among the co-sharers by metes and bounds each co-sharers has right in every inch of the land and no co-sharers can claim absolute possession in respect of any unpartitioned property.

১ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীগনের স্বত্বীয় ভূমিতে নির্মান কাজ আরম্ভের অভিযোগ আনা হয়েছে। যতক্ষন পর্যন্ত বাদী ও বিবাদীর মধ্যে আপোষ চিহ্নিতমতে কোন ভাগবাটোয়ারা না হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত কোন শরীকদার নালিশী ভূমির কোন রুপ বা আকার প্রকৃতি পরিবর্তনের অধিকারী নন। বন্টন ব্যাতিরেকে ১ নং বিবাদী পক্ষ যদি নালিশী সম্পত্তিতে তাহার সুবিদামত স্থানে নির্মাণ কাজ করার সুযোগ পায় সেক্ষেত্রে অপরাপর শরীকানগণ তাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হইবে এবং এর ফলে পুনরায় একাধিক মামলা মোকদ্দমা উদ্ভবের সম্ভবনা সৃষ্টি হবে।

বাদীপক্ষে হতে দাখিলীয় সকল দালিলিক প্রমানাদি এবং সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় ইহা অতি পরিস্কার যে, বাদীপক্ষ তাহার পক্ষে প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়েছে এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা তাহাদের অনুকূলে। অত্র মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তপসিল বর্নিত নালিশী সম্পত্তির আকার ও প্রকৃতি সংরক্ষন এবং সম্মুন্নত রাখার দায়ভার অত্র আদালতের উপর অর্পিত বলে আমি মনে করি। সেইসাথে উভয়পক্ষের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। এরুপ অবস্থায় যদি স্থিতিবস্থার (Status Quo) আদেশ প্রদান করা হয় তাহলে কোনপক্ষই তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ১৬/০১/২০২৩ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা মামলার উভয়পক্ষকে, মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় পর্যন্ত, নালিশী তফসিল বর্নিত ভুমিতে স্থিতিবস্থা (Status Quo) বজায় রাখার নির্দেশ প্রদান করা হলো। সেক্ষেত্রে উভয়পক্ষ নালিশী সম্পত্তির কোন প্রকার আকার প্রকৃতি পরিবর্তন বা হস্তান্তর বা নালিশী ভুমিতে যেকোন কোন ধরনের নির্মান কাজ করা হতে বিরত থাকবেন।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী ১৩/০৪/২০২৩ ইং এস আর ।